ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১২২ ● কলকাতা ● ২৩ বৈশাখ, ১৪৩২ ● বুধবার ● ০৭ মে ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

মুর্শিদাবাদ নিয়ে হুঙ্কার মমতার - এখনও তিনি বহিরাগত তত্ত্বে অবিচল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা:- মুর্শিদাবাদে একই পরিবারের বাবা ও পুত্রকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। সেই খুনের অপরাধে পুলিশ এখন পর্যন্ত চার জনকে গ্রেফতার করেছে। সেই চারজনই মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। অথচ প্রথম দিন থেকেই মুখ্যমন্ত্রী কখনো ভিনরাজ্য আবার কখনো বাংলাদেশ থেকে দুষ্কৃতীরা এই কাজ করেছে বলে অভিযোগ

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

৭ মে সারা দেশে বেজে উঠবে সাইরেন

বেবি চক্রবর্তী: দিল্লী

৭ মে যদি হঠাৎ করে আপনার এলাকায় কোনও সাইরেন শুনতে পান, তাহলে আতঙ্কিত হবেন না। জানবেন, কোনও জরুরি পরিস্থিতির জন্য নয়, মক ড্রিল অর্থাৎ, সামরিক মহরার জন্য এটি বাজানো হচ্ছে। অর্থাৎ, যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে কী কী করা হবে, তার প্রস্তুতি নেওয়ার এটি একটি অনুশীলন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে দেশের একাধিক রাজ্যের কাছে পৌঁছল বিশেষ নির্দেশিকা। জানিয়ে দেওয়া হল, আগামী ৭ মে, বুধবার সামরিক মহরা করতে হবে সেই সমস্ত রাজ্যকে। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পরেই এই নির্দেশ।ওয়ার সাইরেন' বাজানোর অর্থ সাধারণ মানুষকে যুদ্ধ বা বিমানহানার মতো পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানো। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর এই প্রথম ভারত সরকার এমন একটি মক ড্রিলের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যকে। এমন যখন পরিস্থিতি, তখন প্রত্যেকেরই জানা উচিত এই

এরপর ৩ পাতায়

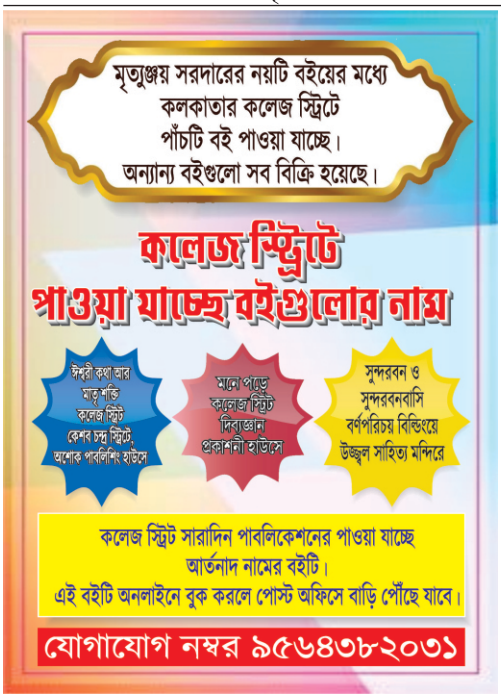

মমতার মুর্শিদাবাদ গ্রাম সফর নিয়ে বিস্ফোরক শুভেন্দু

বেবি চক্রবর্ত্তী : কলকাতা

মুখ্যমন্ত্রীর মুর্শিদাবাদের দাঙ্গাকবলিত এলাকা পরিদর্শের সময় যাত্রাপথে হিন্দু গ্রামগুলিকে ঘিরে রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। সোমবার সন্ধ্যায় দলের রাজ্য সদর দফতরে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনই দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি দাবি করেন, যাত্রাপথে তৃণমূলের কিছু হিন্দুকে দাঁড় করিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন মমতা। এদিন শুভেন্দুবাবু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরে পুলিশি ব্যবস্থার জন্য কয়েক কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। মোট ৪ হাজার পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। এডিজি (আইনশৃঙ্খলা)-র চিঠিতে এই তথ্য আপনারা দেখবেন। এবং পছন্দের লোকজনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর পরই পুলিশের একটি চিঠি হাতে নিয়ে শুভেন্দুবাবু বলেন, 'এখানে কতগুলো স্পেশ্যাল ব্রিফিং করা হয়েছে পুলিশের লোকেদের। আমাদের মধ্যেও তো পুলিশের অনেক লোকজন রয়েছে। তারা ব্রিফিংটা আমাদের জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর যাতায়াতের পথে পুলিশদের নেতৃত্ব দেবেন এক ঝাঁক IPS অফিসার।' বিরোধী দলনেতার কটাক্ষ, 'যারা মোথাবাড়িতে হিন্দুদের দোকান ও ঘর লুঠের সময় লুকিয়ে পড়েছিল টেবিলের তলায়। যারা ১০ এপ্রিল সুতিতে, ১১ ও ১২ এপ্রিল ধুলিয়ান ও সামসেরগঞ্জে শাটারের তলায় ঢুকে গেছিল। তারা এখন বেরিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর যাতায়াতের পথকে নিষ্কণ্টক করতে।' শুভেন্দুবাবুর দাবি, 'এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর যাতায়াতের পথে হিন্দু গ্রামগুলো ব্যারিকেড করে রাখতে হবে যাতে হিন্দুরা মুখ্যমন্ত্রীকে বিক্ষোভ দেখাতে না পারেন।

২ দিন বিজেপির রাজ্যস্তরের বৈঠক, অথচ দিলীপ ঘোষ কিছুই জানেন না

বেবি চক্রবর্ত্তী : কলকাতা

দিলীপ ঘোষের দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়া নিয়ে বিতর্ক বন্ধ হচ্ছে না। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। শুরু হয়েছে বিজেপির আভ্যন্তরিন রাজ্যস্তরের সভা কিন্তু সেই নিয়ে রাজ্যর প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষকে কিছুই জানানো হয় নি। আজ,মঙ্গলবার সল্টলেকে বিজেপি দফতরে বৈঠক হওয়ার কথা। পরদিন সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের একটি হোটেলে বৈঠক হবে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এই বৈঠকের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত জানেন না রাজ্য বিজেপির

মালদা থেকে নিখোঁজ তরুণীকেকয়েক ঘন্টার মধ্যেই পরিবারের কাছে পৌঁছে নজির গড়ল হুগলির পোলবা থানার পুলিশ

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলি

মোবাইল ফোন দেখা নিয়ে দাদার সঙ্গে ঝামেলা অশান্তির জেরে সোমবার মালদার বাড়ি থেকে পালিয়ে হুগলির পোলবা থানার সুগন্ধা মোড়ে এসে পড়েন তরুণী কাকলি মন্ডল।মঙ্গলবার সকালে তরুণী কে রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে দেখে টহলরত সুগন্ধা ফাঁড়ির অফিসারের নজরে আসে।তিনি মেয়েটির কাছ থেকে নাম ও ঠিকানা জানতে চান।দিশাহীন তরুনী খানিকটা ভরসা পেয়ে পুলিশের কাছে বাবার নাম ও পুরাতন মালদহে বাড়ি বলে জানায়।ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে সুগন্ধা ফাঁড়ির পুলিশ কর্মী তরুণীর বাড়ির লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফোনের মাধ্যমে। তরুণী বাড়ি ছাড়তেই পরিবারের লোকেরা তাকে খোঁজাখুঁজি করেছিল।পোলবা থানার পুলিশের থেকে মেয়ের খোঁজ পেয়ে বাড়ির লোকজন গাড়ি করে সটান মালদহ থেকে পোলবা থানায় হাজির হয়। সুগন্ধা ফাঁড়ির অফিসার বিষয়টি পোলবা থানার বড়বাবুকে জানায় এবং তার আদেশ অনুসারে মেয়েটিকে মহিলা পুলিশ কর্মী দ্বারা পোলবা থানায় নিরাপদে রাখা হয়। এমতাবস্থায় বাড়ির লোকজন পোলবা থানায় পৌঁছায় ও পরিবারের মেয়ে কে অক্ষত দেখে স্বস্তি পায়। পোলবা থানার বড়বাবুর মাধ্যমে সমস্ত রকম আইন মোতাবেক মেনে মেয়েটিকে ওর বাড়ির লোকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তরুণী জানিয়েছে পুলিশ কর্মী তাকে রাস্তা থেকে উদ্ধার না করলে বিপদ হতে পাড়ত।সে কখনো আর বাড়ি ছেড়ে পালাবে না।মেয়েকে ফিরে পেয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি পরিবার।পুলিশের কাজ কে কুর্নিশ জানিয়েছে তরুনীর বাবা মা।

(১ম পাতার পর)

৭ মে সারা দেশে বেজে উঠবে সাইরেন

সাইরেন আসলে কী? এগুলো কোথায় লাগানো হয়? এগুলো কেমন শোনায়? কতদূর পর্যন্ত শোনা যায়? আর যখন এটি বাজানো হয় তখন মানুষের কী করা উচিত? এই প্রতিবেদনে সেই সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হল। যুদ্ধের সাইরেন বা ওয়ার সাইরেন কোথায় লাগানো হয়? এই সাইরেনগুলি সাধারণত প্রশাসনিক ভবন, পুলিশ সদর দফতর, ফায়ার স্টেশন, সামরিক ঘাঁটি এবং শহরের জনবহুল এলাকায় উঁচু করে লাগানো হয়। এর উদ্দেশ্য হল সাইরেনের শব্দ যতদূর সম্ভব পৌঁছনো। বিশেষ করে দিল্লি-নয়ডার মতো বড় শহরগুলিতে সংবেদনশীল এলাকায় এগুলো স্থাপন করা যেতে পারে। এটি দেশের প্রতিটি শহরেই ইনস্টল করা হতে পারে। যুদ্ধের সাইরেন আসলে একটি জোরে শব্দ করার মাধ্যমে সতর্কীকরণ ব্যবস্থা। এটি যুদ্ধ, বিমান হামলা বা দুর্যোগের মতো জরুরি পরিস্থিতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সজাগ করে তোলে।

(১ম পাতার পর)

মুর্শিদাবাদ নিয়ে হুঙ্কার মমতার - এখনও তিনি বহিরাগত তত্ত্বে অবিচল

করেছেন। সোমবার সেই তত্ত্বই শোনা গেলো মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। তিনি বলেন, হিংসার যে ঘটনা ঘটেছে তা পূর্বপরিকল্পিত। বাইরে থেকে লোক এনে ধর্মের নামে কেউ কেউ ভুল কথা প্রচার করছে। তার জন্য মানুষ প্ররোচিত হয়েছে। সেই কারণেই এমন ঘটনা। মমতা স্পষ্ট জানান, মুর্শিদাবাদের প্রকৃত তথ্য তাঁর কাছে আছে। দ্রুত সত্য সামনে আসবে। ধর্মীয় জিগির তুলে কয়েকজন ধর্মীয় নেতা সেজেছে। এরা পালে বাঘ না পড়লেও বাঘ, বাঘ বলে চিৎকার করে রাজনৈতিক সুবিধা নেয়। এরা আসলে গৃহশত্রু। সাফ কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে তাঁর ইঙ্গিত বিজেপির দিকে।

তিনি বলেন, মনে রাখতে হবে, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস আছে। এটা বাংলার রাজধানী ছিল। মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, গণ্ডগোল কারা করিয়েছে, সবাই জানে। এরা নাকি ধর্মের নেতা! মুর্শিদাবাদে কী হয়েছিল আমার কাছে প্রমাণ রয়েছে। তবে আরও বেশ কিছু প্রমাণ হাতে আসবে। তারপর সব সকলের সামনে তুলে ধরব। বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অন্যান্য একাধিক রাজ্যে নানা ঘটনা ঘটে। মণিপুর, রাজস্থান, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশায় হিংসার ঘটনা ঘটেছে। কেন্দ্রের কোনও প্রতিনিধি যায়নি। তবে বাংলায় কিছু হলেই কেন একদিনের মধ্যেই সব চলে আসে? প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর। তাঁর অভিযোগ, একেবার পরিকল্পনা করে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। ধর্মের নামে কিছু বহিরাগত ভুল কথা ছড়িয়েছে। আর কিছু লোক প্ররোচিত হওয়ার ফলে এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর গন্ডগোল লেগেছে।

আইসিডিএস কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নে নতুন ভবন ও আধুনিক সুবিধা, উদ্বোধনে উপস্থিত অতিরিক্ত জেলা শাসক

কৃষ্ণ সাহা, পূর্ব বর্ধমান

পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের আইসিডিএস কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে এবার যুক্ত হল ডাইনিং চেয়ার-টেবিল ও এলইডি টিভির মতো আধুনিক সুবিধা। বৃহস্পতিবার খণ্ডঘোষ ব্লকের শাখারী এক গ্রাম পঞ্চায়েতের পোলেমপুর পশ্চিমপাড়ায় একটি আইসিডিএস কেন্দ্রের নতুন ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন-ও করেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (শিক্ষা) প্রতীক সিং।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খণ্ডঘোষ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক অভীক কুমার ব্যানার্জি ও ব্লক শিশু উন্নয়ন আধিকারিক লালের শর্মা। নতুন ভবনের উদ্বোধনের পাশাপাশি প্রতীক সিং অন্যান্য আইসিডিএস কেন্দ্রগুলিও পরিদর্শন করেন এবং কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের জন্য আরও ভালো পরিকাঠামো গড়ে তোলার ওপর জোর দেন। উল্লেখ্য, এই উদ্যোগে কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের খাবার গ্রহণ ও শিক্ষা-মনোরঞ্জনের পরিবেশ উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এরপর ৪ পাতায়

মর্মান্তিক দুর্ঘটনা: কুলগড়িয়া ফ্লাইওভারে লরির ধাক্কায় বাবার মৃত্যু, ছেলে গুরুতর আহত

কৃষ্ণ সাহ/বর্ধমান

মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার দুপুরে ১৯নং জাতীয় সড়কের কুলগড়িয়া ফ্লাইওভারে একটি অজ্ঞাত পরিচয় লরির ধাক্কায় শেখ ওসমান (৪৫) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁর ছেলে সেখ সুলতান বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মৃত শেখ ওসমানের বাড়ি শক্তিগড় থানার আটাগড় গ্রামে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শেখ ওসমানের ধান কাটার হারভেস্টার গাড়ি অভিরামপুরে চলছিল। আজ সকালে ছেলে সেখ সুলতানের মোটরসাইকেলে চেপে তিনি গলসি হয়ে অভিরামপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় কুলগড়িয়া ফ্লাইওভারে একটি দ্রুতগামী লরি তাঁদের ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই শেখ ওসমানের মৃত্যু হয় এবং তাঁর ছেলে গুরুতর জখম হন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বর্ধমান থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং মৃতদেহ উদ্ধার করে। আহত সেখ সুলতানকে চিকিৎসার জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠিয়েছে।

এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ লরিটির সন্ধান চালাচ্ছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সম্পাদকীয়

যদি যুদ্ধ হয়, আমরা ভারতকে সমর্থন করব', পাকিস্তানি মসজিদের ইমামের ঘোষণায় শোরগোল

আমি শপথ করছি যদি ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তান আক্রমণ করে, তাহলে আমরা তাদের (অর্থাৎ ভারতকে) সমর্থন করব।" এই একটু বাক্য নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা পাকিস্তানকে। এই বাক্য আর অন্য কারও নয়, পাকিস্তানের মৌলানা নিজেই মসজিদ থেকে এই কথা বলছেন। খাইবার পাখতুন অঞ্চলের একটি মসজিদের মৌলানা মহম্মদ রঙ্গিলা পাকিস্তান সরকার এবং সেনাবাহিনীর উপর নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এই বক্তব্যের মাধ্যমে।মৌলানা গাজি পাকিস্তানের জনগণের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন যে, পাকিস্তানের এই যুদ্ধ ইসলাম রক্ষার জন্য নয়। বরং, এটি কেবল জাতীয়তাবাদের লড়াই। তাই আমাদের এতে জড়িত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এখানেই শেষ নয়। ইসলামাবাদের লাল মসজিদের মৌলানা মসজিদে উপস্থিত শত শত মানুষকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও সরকার কি সমর্থন করবেন তাঁরা? উত্তরে কেউ হাত তোলেনি, এমনকি যুদ্ধে সমর্থনের সম্মতি জানাননি।খাইবার পাখতুন অঞ্চলের একটি মসজিদের মৌলানা মহম্মদ রঙ্গিলা ঘোষণা করেছেন যে ভারত আক্রমণ করলে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাশে দাঁড়ানোর শপথ নিয়েছেন। খাইবার পাখতুন হল সেই একই এলাকা যেখানে তেহরিক-ই-তালেবানের প্রভাব রয়েছে। একটা সময় ছিল যখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এখানে মানুষকে থাকতে দিত না। এই কারণেই এখন এখানকার মানুষেরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে নয়, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সমর্থন করার কথা বলছে।

বেলুচিস্তানের মতো এখানে মানুষ এক সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল প্রায়। কিন্তু এখন তাঁরাই কণ্ঠ ছেড়েছেন। স্পষ্টভাবে বলছেন, জিন্নাহ'র পাকিস্তান এখন ভেতর থেকে ভেঙে পড়ছে। যখন ভেতর থেকে বিদ্রোহের স্লোগান প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করে, তখন বাইরে থেকে শত্রুর কী দরকার?

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের বিখ্যাত লাল মসজিদ থেকে এমনই কিছু বলা হয়েছে। এতে অবাক হয়ে গিয়েছে পাকিস্তান সরকার, সেনাবাহিনী এবং সেখানে লালিত-পালিত সন্ত্রাসীরা। ১৯৬০-এর দশকে নির্মিত এই লাল মসজিদটি অত্যন্ত বিখ্যাত। এই মসজিদের ইমামের পাকিস্তানের জনগণের উপর গভীর প্রভাব রয়েছে। এই লাল মসজিদের বর্তমান ইমামের নাম মৌলানা আবদুল আজিজ গাজি। তিনি এক বড়সড় বক্তব্য রেখেছেন। তিনি ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে সরকার এবং সেনাবাহিনীকে সমর্থন করতে স্পষ্টভাবে অস্বীকৃত হন। তাঁর এক বক্তৃতায় তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ তুলে বলেন যে, ভারতের চেয়ে পাকিস্তানে বেশি নিপীড়ন চলছে। ভারতের তুলনায় পাকিস্তানে মুসলমানদের উপর অনেক বেশি নির্যাতন চলছে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(উনিশতম পর্ব)

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো করছে। এবং সঙ্গে এও জানায় এই পুজো করলে অলক্ষ্মী দূর হয়, মা লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি লাভ হয়। তাই শুনে রানী তাদের কাছ থেকে রং মাখানো পিটুলি চেয়ে লক্ষ্মী গড়ে নারিকেল,চিড়ে, তালের ফোঁপর দিয়ে পুজো করলেন। তারপর গল্প গান করে সারারাত জেগে কাটালেন।ওই দিকে রাজবাড়িতে যে লোহার অলক্ষ্মী ছিল সকাল হতেই তা কোথায় গেল কেউ জানতে পারলো না। ধর্ম এসে রাজাকে বললেন, "আপনার অমঙ্গল কেটে গেছে অলক্ষ্মী দূর হয়েছে। আপনি রানীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন।"রাজা পালকি নিয়ে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

২ দিন বিজেপির রাজ্যস্তরের বৈঠক, অথচ দিলীপ ঘোষ কিছুই জানেন না

প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ। মঙ্গলবারের বৈঠকে রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের পাশাপাশি থাকবেন সাধারণ সম্পাদকরা। থাকবেন বঙ্গ বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনশাল। থাকার কথা আর এক পর্যবেক্ষক মঙ্গল পান্ডের। থাকবেন সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য। বঙ্গ বিজেপির পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন নেতাও এই বৈঠকে থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। তার আগে দিলীপ ঘোষকে নিয়ে গেরুয়া শিবিরে গত কয়েকদিনে চাপানউতোর সামনে এসেছে।

মঙ্গলবারের পরে বুধবারও বৈঠকে বসবে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব। তা আরও বড় পরিসরে হবে। সেই বৈঠক হওয়ার কথা সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের একটি হোটেলে। সেখানে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকরা থাকবেন। থাকবেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকরা। থাকবেন জেলা সভাপতিরা। থাকার কথা সাংসদ-বিধায়কদেরও। কিন্তু এখন পর্যন্ত তা নিয়ে কিছুই জানেন না দিলীপ ঘোষ।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সবটাই নিজের মধ্যে উপলব্ধি করা এক অনুভূতি, সেই জন্য আমরা অনেকে মান্যতা দিই অনেকে দিই না । তবে ছোটবেলায় গল্প শুনতে খুব ভালোবাসতাম , এমন গল্প শুনেছি ঠাকুরদা ঠাকুরমার কাজ দিয়ে কামাখ্যায় দশমহাবিদ্যা পারদর্শী হয়ে বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তির পরিপূর্ণ মানব।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভারতের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যেই পাকিস্তানে বিস্ফোরণ, ৭ সেনা নিহত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পেহেলগাঁওকাণ্ডের জেরে ভারতের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যেই পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বেলুচিস্তানে প্রদেশে ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইসের (আইইডি) বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে দেশটির সেনাবাহিনীর অন্তত সাত সৈন্য নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার বেলুচিস্তানের কাচি জেলায় এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। পাকিস্তান আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর (আইএসপিআর) এই তথ্য জানিয়েছে।

ওই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভারতীয় প্রক্সি গোষ্ঠী বালুচ লিবারেশন আর্মির সন্ত্রাসীরা কাচি জেলার মাচ এলাকায় সামরিক বাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য আইইডি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। বিস্ফোরণে সেনাবাহিনীর সাত সদস্য নিহত হয়েছেন। নিহত সৈন্যদের পরিচয় প্রকাশ করেছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ওই এলাকায় সন্ত্রাসীদের নির্মূল করার জন্য অভিযান শুরু করা হয়েছে। ঘৃণ্য এই হামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা হবে।

পাকিস্তানের আইএসপিআর বলেছে, "পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বেলুচিস্তানের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উন্নতি ধ্বংসের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রয়েছে। সাহসী সৈন্যদের এই আত্মত্যাগ আমাদের সংকল্পকে আরও জোরাল করবে।"

আইএসপিআরের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পাকিস্তানি মাটিতে পরিচালিত ভারত ও এর প্রক্সি গোষ্ঠীগুলোর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা (এলইএ) এবং সাহসী জনগণ পরাজিত করবে।

সম্প্রতি ভারত-অধিকৃত জম্মু-কাশ্মিরের পেহেলগাঁওয়ে বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। এর জেরে প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের তীব্র উত্তেজনা চলছে।

কাশ্মীরের সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা জানালেন অ্যাঙ্গোলার রাষ্ট্রপতি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

জম্মু ও কাশ্মীরের সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা জানালেন অ্যাঙ্গোলার রাষ্ট্রপতি জোয়াও ম্যানুয়েল গনকালভেস লরেনকো। সীমান্ত সন্ত্রাসবাদসহ সব ধরনের সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় ভারতের সাথে সংহতি প্রকাশ করেন তিনি।

ভারতে রাষ্ট্রীয় সফরে থাকা রাষ্ট্রপতি লরেনকো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার সময় পেহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি লরেঙ্কোর সফর সম্পর্কে ব্রিফিং করতে গিয়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের সচিব (অর্থনৈতিক সম্পর্ক) দাম্মু রবি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং রাষ্ট্রপতি লরেঙ্কোর মধ্যে প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনায় সম্পর্কের বিস্তৃত পরিসর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৈঠকে নেতারা বিদ্যমান সম্পর্কের পাশাপাশি সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্রগুলির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেছেন।

তিনি বলেন, "প্রেস ব্রিফিংয়ে একটি অত্যন্ত জোরালো বার্তা ছিল। প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনায়ও রাষ্ট্রপতি লরেঙ্গো জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে জঘন্য কাপুরুষোচিত কাজ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের নিন্দা করেছেন। শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে। সীমান্ত সন্ত্রাসবাদসহ সব ধরনের সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় ভারতের সাথে সংহতি প্রকাশ করা হয়েছে।'

২২ এপ্রিল পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় ২৬ জন নিহত হন। সরকার বলেছে যে সন্ত্রাসী হামলার অপরাধীদের কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

'যুদ্ধ পরিস্থিতি' হলে কী করবেন নাগরিকরা, বুধবার ভারতজুড়ে মহড়া

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পহেলগামের হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যেই বুধবার ভারতের সব রাজ্যে 'মক ড্রিল' বা আপৎকালীন অথবা যুদ্ধ পরিস্থিতির মহড়া হবে।

ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক নির্দেশে দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলোতে 'সিভিল ডিফেন্স' বা বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগগুলো এই 'মক ড্রিল' বা যুদ্ধ পরিস্থিতি প্রস্তুতির মহড়া পরিচালনা করবে।

হঠাৎ যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে বা বিমান হানা বা বন্দুকধারীদের হামলা হলে সাধারণ নাগরিকদের করণীয় কী হবে, তারই মহড়া হবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও প্রাক্তন কমান্ডো দীপাঞ্জন চক্রবর্তী বলছিলেন, "যদি যুদ্ধ বাঁধে তাহলে সামরিক বাহিনী তো থাকবেই, কিন্তু সাধারণ মানুষ তো বসে বসে দেখবে না, তাদেরও কিছু দায়িত্ব আছে। সেইসব দায়িত্বই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে এই মহড়ার মাধ্যমে।"

মহড়ার জন্য কতটা প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট সচিব গোবিন্দ মোহন দফতরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি বৈঠক করেছেন মঙ্গলবার দুপুরে।

মহড়ায় কী হবে?

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে নির্দেশিকা পাঠিয়েছে, তাতে দেশের ২৪৪ বেসামরিক প্রতিরক্ষা জেলার শহর থেকে গ্রাম- সব এলাকাতেই বুধবার মহড়া চলবে।

বিমান হামলা হলে ঠিকমতো সাইরেন বাজিয়ে সঙ্কেত দেওয়া যাচ্ছে কি না, কন্ট্রোল রুমে কীভাবে কাজ হবে - সবই মহড়ার সময়ে খতিয়ে দেখা হবে। বিমান বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হবে বুধবার।

আবার সাধারণ মানুষের কী করণীয় হবে, সেটাও বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বেছে নেওয়া হচ্ছে।

বিমান হামলা হলে 'ব্ল্যাক আউট' বা সব আলো নিভিয়ে দেওয়ার মহড়াও হবে।

অন্যদিকে বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মীরা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সাধারণ নাগরিকদের নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশিক্ষণ ঠিক মতো আছে কি না, আগুন লাগলে তা নেভানোর ব্যবস্থাপনা ঠিক আছে কি না অথবা উদ্ধারকাজ ঠিক মতো করা যাচ্ছে কি না, সেটাও দেখে নেবে সরকার।

গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগুলিকে অতি দ্রুত রং করে 'কেমোফ্লেজ' করে দেওয়ার মহড়াও হবে বুধবার।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে জেলার সরকারি কর্মকর্তা, বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের স্বেচ্ছাসেবক, হোমগার্ড, ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর বা এনসিসি-র ছাত্রছাত্রীসহ নেহরু যুব কেন্দ্র এবং স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মহড়ায় অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করতে বলা হয়েছে।

সংবাদ সংস্থা এএনআই জানাচ্ছে, বুধবার মহড়ার দিন নির্ধারিত হলেও মঙ্গলবার থেকেই ভারতের নানা এলাকায় মহড়া শুরু হয়েছে।

কোথাও আগুন নেভানো ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে, কোথাও উদ্ধারকারী দল বেসামরিক নাগরিকদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বিমান হামলার সাইরেন বাজলেই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের টেবিলের নীচে চলে যেতে বলা হচ্ছে- এমন নানা তথ্য দিয়েছে সংবাদ সংস্থাটি।

নাগরিকদের যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে

যুদ্ধকালীন মহড়ার দিনে কোথাও বিমান হামলার সাইরেন বেজে উঠতে পারে, কোথাও বন্দুকধারীদের সাজানো হামলার মতো পরিস্থিতিও তৈরি করতে পারে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা।

সরকার মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, শুধুমাত্র সরকারি ঘোষণার দিকেই যেন মানুষ নজর রাখেন। আতঙ্কিত না হতেও বলা হয়েছে মানুষকে। পুলিশ, বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দেশ মেনে চলতে বলা হচ্ছে।

কিছু এলাকায় যান চলাচল নিষিদ্ধ করে দেওয়া হতে পারে। সেই সব এলাকার দিকে না যেতে বলা হয়েছে।

কিছু ওষুধ, টর্চ, জলের বোতল এবং ফার্স্ট এইড কিট হাতের কাছে রাখার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

মহড়া কেন দরকার?

নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও প্রাক্তন কমান্ডো দীপাঞ্জন চক্রবর্তী বলছেন যে, এই ধরনের যুদ্ধকালীন মহড়ার দুটো মূল উদ্দেশ্য আছে।

"এক তো পাকিস্তানের ওপরে একটা মানসিক চাপ তৈরি করা যে ভারতে মক ড্রিল হচ্ছে – তার মানে ভারত কোনও একটা সামরিক পদক্ষেপ হয়তো নেবে। দ্বিতীয়ত কোনও হামলা হলে সাধারণ মানুষ যাতে সতর্ক থাকতে পারেন, তাদের কর্তব্যগুলো কী, সেটা অবহিত করিয়ে দেওয়া।"

"একমাত্র ইসরায়েলে এধরনের মক ড্রিল হয় অনেক দশক ধরেই। এটা ভারতের নাগরিকদের জন্য খুবই জরুরি ছিল। নিরাপত্তা বাহিনীগুলোতে নিয়মিত ড্রিল হয়, কিন্তু সাধারণ মানুষকেও আপৎকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে একাত্ম করিয়ে নেওয়া হবে এই মহড়ার মাধ্যমে," বলছিলেন মি. চক্রবর্তী।

তার কথায়, "কোনও যুদ্ধ হলে আমাদের সামরিক বাহিনীগুলো তো লড়বেই, কিন্তু সাধারণ মানুষ কি চা খেতে খেতে সেই যুদ্ধের ছবি দেখবে টেলিভিশনে? তাদেরও তো কর্তব্য আছে, সতর্কতা নেওয়ার দরকার আছে। তবে তার অর্থ এটা নয় যে সব মানুষ বাড়িতে বাঙ্কার বানাবে।"

এর আগে সর্বশেষ যে যুদ্ধ হয়েছিল ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে, সেই কারগিল যুদ্ধের সময়ে এ ধরনের যুদ্ধকালীন মহড়া দেওয়া হয় নি।

তবে ১৯৬৫ এবং ১৯৭১-এর যুদ্ধের সময়ে ব্ল্যাক আউট করে দেওয়া হত এবং বিমান হামলার সঙ্কেত দিয়ে সাইরেন বাজানো হত।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে

পহেলগামে বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা এখন চরমে পৌঁছেছে। দুই দেশ থেকেই লাগাতার বিবৃতি-পাল্টা বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে।

ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং রবিবার সন্ধ্যায় এক অনুষ্ঠানে বলেন যে "আপনারা যেরকম চাইছেন, সেটাই করা হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে।"

রবিবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে সনাতন সংস্কৃতি জাগরণ মহোৎসবের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাজনাথ সিং। সেখানে তিনি পহেলগাম হামলা বা পাকিস্তানের নাম উল্লেখ করেননি, কিন্তু নানা ইঙ্গিত দিয়েছেন ভাষণে।

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীসহ সেদেশের অনেক রাজনীতিবিদ আশঙ্কা করছেন যে ভারত হয়তো কোনও সামরিক পদক্ষেপ নেবে।

গত সপ্তাহে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ একটি বেসরকারি সংবাদ চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, "পাকিস্তানের জল বন্ধ করে দেওয়া বা অন্য খাতে বইয়ে দেওয়ার জন্য কোনও অবকাঠামো যদি তৈরি করা হয়, তাহলে সেটা ধ্বংস করে দেওয়া হবে।"

পহেলগামের হামলার পর ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক ব্যবস্থা নিয়েছে। এর মধ্যে আছে সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করে দেওয়া এবং পাকিস্তান থেকে সবধরনের রফতানি বন্ধ করে দেওয়ার মতো ব্যবস্থা।

অন্যদিকে জাহাজ চলাচল দফতরের মহানির্দেশক নির্দেশ দিয়েছেন যে পাকিস্তানের কোনও জাহাজ ভারতের কোনও বন্দরে ঢুকতে পারবে না।

সিনেমার খবর

চোট সারাতে নিজের 'মূত্র" পান করেছিলেন অভিনেতা পরেশ রাওয়াল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সকালে উঠে নিজের মূত্র পান করা শরীরের জন্য উপকারী—এমন দাবি করেছিলেন ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই। সত্তরের দশকের শেষ ভাগে, প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের কাছে জানান, প্রতিদিন ৫-৮ আউন্স মূত্র পান করেন। তার এই অভ্যাস নিয়ে সে সময় সারা বিশ্বে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনা হয়।

১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত জনতা পার্টির সরকারে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মোরারজি দেশাই। এবার সেই স্ব-মূত্র পানের প্রসঙ্গ আবার নতুন করে আলোচনায় এসেছে, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন সাংসদ ও খ্যাতিমান অভিনেতা পরেশ রাওয়ালের এক বক্তব্যের সূত্র ধরে।

দি ইকোনমিক টাইমস-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হাঁটুর চোট সারাতে পরেশ রাওয়াল টানা ১৫ দিন সকালে খালি পেটে নিজের প্রস্রাব পান করেছিলেন। এই পরামর্শ তাকে দিয়েছিলেন অভিনেতা অজয় দেবগনের বাবা, প্রবীণ স্টান্ট ডিরেক্টর বীরু দেবগন। পরেশ রাওয়াল তার পরামর্শ অনুসরণ করেন।

পরেশ বলেন, "বীরুজি এসে বলেছিলেন, সমস্ত ফাইটাররাই নাকি এমন করেন। এতে নাকি ব্যথা থাকে না। তিনি আরও বলেন, মদ, তামাক এবং খাসির মাংস খাওয়া বন্ধ করতে হবে এবং পরিবর্তে নিজের সকালের প্রথম প্রস্রাব পান করতে হবে।"

এই ঘটনাকে জীবনের অন্যতম স্মরণীয় বলে অভিহিত করেছেন পরেশ। তিনি বলেন, "প্রতিদিন সকালে বিয়ার পান করার মতো করে প্রস্রাব খেতাম। একেবারে নিয়ম করে খেতাম। ১৫ দিন পর এক্স-রে রিপোর্ট দেখে চিকিৎসকরা অবাক হয়ে যান।"

পরেশের দাবি, টানা মূত্র পান করার ফলে যে ক্ষত সাধারণত আড়াই মাসে শুকায়, তা মাত্র এক মাসেই সেরে ওঠে। 'ঘাতক' ছবির শুটিং চলাকালে হাঁটুতে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন তিনি। আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হলে তিনি ভেবেছিলেন তার ক্যারিয়ার শেষ। তখনই বীরু দেবগন অভিনব এই পদ্ধতির পরামর্শ দেন, যা অবশেষে পরেশের দ্রুত আরোগ্যের পথ খুলে দেয়।

ভিকি-রাশমিকার সিনেমা দেখে ক্ষোভে ফুঁসছেন বিজয়!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভিকি কৌশল ও রাশমিকা মান্দানা অভিনীত 'ছাবা' সিনেমা গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ভারতজুড়ে মুক্তি পায়। দেশজুড়ে বক্স অফিস কাঁপানোর পর এবার ওটিটিতে পা রেখেছে সিনেমাটি। ছবিতে ভিকি কৌশলের পারফরম্যান্সে ইতোমধ্যেই ঝড় তুলেছে। পাশাপাশি ছবিতে এ আর রহমান-এর সুর এবং ইরশাদ কামিলের গানের কথায় মন ভরেছে দর্শকের। ছবিতে শিল্পীদের পারফরম্যান্স, সংলাপ আর স্কেল—সব মিলিয়ে 'ছাবা' দেখে উচ্ছ্বসিত অধিকাংশ দর্শক।

১১ এপ্রিল থেকে জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম 'নেটফ্লিক্স'-এ স্ট্রিমিং শুরু হয়েছে 'ছাবা'র। ওটিটির দর্শকের কাছেও ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে ছবিটি।

লক্ষ্মণ উতেকর পরিচালিত ছবিটি ছত্রপতি সাম্ভাজি মহারাজের জীবনের প্রেক্ষাপটে তৈরি। যিনি ছত্রপতি শিবাজির ছেলে। এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন 'ভিকি'। ছবিতে 'আওরঙ্গজেব'-এর ভূমিকায় দেখা গেছে অক্ষয় খান্নাকে। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন আশুতোষ রানা, দিব্যা দত্তরা।

এই ছবি দেখে ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন অভিনেতা বিজয় দেবরাকোন্ডা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা বলেন, "এই ছবি দেখে খুব রাগ হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ওপর। এমনকি ভেবেছিলাম, যদি সম্ভব হতো ওই সময়ে যাওয়ার তাহলে আওরঙ্গজেবকে এক থাপ্পড় মেরে আসতাম।"

পাশাপাশি অভিনেতা আরও বলেন, "প্রত্যেক অভিনেতা এত ভাল অভিনয় করেছেন যে মন ছুঁয়ে গেছে। তাই পর্দায় চরিত্রগুলো দেখে সত্যিই রাগ হচ্ছিল।"

প্রেমিকাকে নিয়ে প্রাক্তন স্ত্রীর বাড়ি গেলেন আমির খান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

প্রথম স্ত্রী রীনা দত্তের সঙ্গে অনেক বছর আগেই বিচ্ছেদ হয়েছে বলিউড অভিনেতা আমির খানের। তবে বিচ্ছেদের পরও তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব অটুট। মেয়ের বিয়েতেও একসঙ্গে দেখা গেছে তাদের। বর্তমানে নতুন প্রেমে রয়েছেন মিস্টার পারফেকশনিস্ট।

তার মনের দখল নিয়েছেন গৌরী স্প্রাট। নতুন প্রেমিকাকে নিয়ে পরিবারের কারও কোনও আপত্তি নেই, সেকথা আগেই জানিয়েছেন অভিনেতা। এবার প্রাক্তন স্ত্রী রীনার বাড়িতে একসঙ্গে ঢুকতে দেখা গেল আমির ও গৌরীকে। সঙ্গে ছিলেন ছেলে জুনাঈদও।

সম্প্রতি ছবিশিকারীদের ক্যামেরাবন্দি হয়েছে সেই মুহূর্ত। সামনে মুক্তি পেতে যাচ্ছে আমির খানের নতুন ছবি 'সিতারে জামিন পার'। আপাতত সেই ছবির কাজে ব্যস্ত অভিনেতা। তারই মাঝে প্রাক্তন স্ত্রী রীনার বাড়িতে আচমকা হাজির আমির ও গৌরী। কী কারণে আচমকা প্রেমিকা ও ছেলেকে নিয়ে প্রথম স্ত্রীর বাড়িতে অভিনেতা, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

আইপিএল প্লে-অফে যেতে কার কী সমীকরণ?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

জমে উঠেছে আইপিএলের পয়েন্ট টেবিল। টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে হলে বাকি সব ম্যাচই জিততে হতো সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে। কিন্তু বেরসিক বৃষ্টি সুযোগই দিল না গেল আসরের রানারআপ দলটিকে। দিল্লি ক্যাপিটালসকে মাত্র ১৩৩ রানে আটকে রেখেও ম্যাচ শেষ করা হলো না হায়দরাবাদের। আর সেটাই নিশ্চিত করলো তাদের বাদ পড়া।

চেন্নাই সুপার কিংস এবং রাজস্থান রয়্যালসের পর তৃতীয় দল হিসেবে এবারের আইপিএল থেকে বিদায় নিল সানরাইয়ার্স হায়দরাবাদ। বাকি থাকা সাত দলের সামনে এখন পর্যন্ত সুযোগ আছে আসরে টিকে থাকার। এদের মাঝে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু এবং মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স বলতে গেলে নিজেদের প্লে-অফ নিশ্চিত করেই ফেলেছে।

সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু। আইপিএল পয়েন্ট টেবিলে সবার ওপরে থাকা দলটা বলতে গেলে প্লে-অফ নিশ্চিত করেই ফেলেছে। বাকি থাকা ম্যাচগুলো থেকে ১ জয় পেলেই তারা শীর্ষ চার নিশ্চিত করবে। ২ জয় পেলে নিশ্চিত করবে সেরা দুইয়ে থাকা।

শুরুটা বাজে হলেও টানা ৬ ম্যাচ জিতে দারুণ অবস্থানে আছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। বাকি থাকা ৩ ম্যাচ টানা জিতলে সেরা দুইয়ে চলে আসতে পারে ৫ বারের চ্যাম্পিয়নরা। তবে অন্তত ২ ম্যাচ জিততেই হবে প্লে-অফ নিশ্চিত করতে। মুম্বাই অবশ্য প্রতিপক্ষ হিসেবে কিছুটা কঠিন দলই পাচ্ছে। গুজরাট টাইটান্স, পাঞ্জাব কিংস এবং দিল্লি ক্যাপিটালস তাদের প্রতিপক্ষ। আসরের শুরু থেকেই ছন্দে থাকা দল গুজরাট টাইটান্সের জন্যেও প্লে-অফ খুব একটা কঠিন না। বাকি থাকা ৪ ম্যাচের মধ্যে জিততে হবে ২ম্যাচ। ৩ ম্যাচ জিতলে সুযোগ থাকবে সেরা দুইয়ে যাওয়ার। ভাল সম্ভাবনা আছে পাঞ্জাব কিংসেরও। তবে মুম্বাইকে হারাতে পারলে এবং ভাল নেট রানরেট দরকার হবে সেরা দুই নিশ্চিত করতে।

দিল্লি ক্যাপিটালসের কপাল কিছুটা পুড়েছে গতকালের বৃষ্টিতে। ২ ম্যাচ জিতলেও খুব একটা নিশ্চিত হতে পারবে না অক্ষর প্যাটেলের দলের। বাকি থাকা ৩ ম্যাচেও যদি জিতে যায় দল সেক্ষেত্রে অন্তত ৩ বা ৪-এ থাকতে পারবে তারা।

বাকি থাকা দুই দল লখনৌ সুপার জায়ান্টস এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সের জন্য সমীকরণ নিজেদের হাতে নেই। তাদের জিততে হবে সব ম্যাচই। শুধু সেখানেই থামা যাবে না তাদের। নেট রান রেট সামাল দিতে দরকার বড় ব্যবধানের জয়।

মালিঙ্গার রেকর্ড ভেঙে মুম্বাইয়ের নতুন রাজা বুমরাহ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ম্যাচের তৃতীয় ওভারে আক্রমণে এসে এইডেন মার্করামকে ফিরিয়ে দারুণ এক কীর্তি গড়লেন জাসপ্রিত বুমরাহ। আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে সর্বোচ্চ উইকেটের রেকর্ডটি নিজের করে নিলেন ভারতীয় তারকা পেসার।

ওয়াংখেড়েতে রবিবার (২৭ এপ্রিল) লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে 'ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার' হিসেবে খেলতে নেমে মাত্র ২২ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন বুমরাহ। আইপিএলে এই নিয়ে তৃতীয়বার ম্যাচে ৪ শিকার ধরলেন তিনি।

ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে মুম্বাইয়ের হয়ে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারির তালিকায় লাসিথ মালিঙ্গার সঙ্গে যৌথভাবে শীর্ষে থেকে ম্যাচটি শুরু করেন বুমরাহ। নিজের প্রথম ওভারেই সাবেক লঙ্কান পেসার ও এক সময়ের সতীর্থকে ছাড়িয়ে যান তিনি।

২০০৯ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত আইপিএলে শুধু মুম্বাইয়ের হয়ে খেলে মালিঙ্গা ১৭০ উইকেট নেন ১২২ ইনিংসে। তাকে টপকে যেতে বুমরাহর লাগল ১৩৯ ইনিংস।

২০১৩ সালে আইপিএলে অভিষেক থেকে বুমরাহও শুধু মুম্বাইয়ের হয়েই খেলেছেন। মাঝে ২০২৩ সালের আসরে তিনি খেলতে পারেননি পিঠের চোটের কারণে। একই কারণে খেলতে পারেননি চলতি আসরে শুরুর দিকেও। এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত ৬ ম্যাচ খেলে ৯ উইকেট নিয়েছেন বুমরাহ।

সব মিলিয়ে আইপিএলে বুমরাহর উইকেট এখন ১৭৪টি। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারিদের মধ্যে তার অবস্থান সপ্তম। আর স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে তার উইকেট ৩০৪টি।

অবশেষে প্রথম শিরোপার সামনে হ্যারি কেইন!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ইংল্যান্ডের ফরোয়ার্ড হ্যারি কেইন টটেনহ্যাম হটস্পারে পার করেছেন ক্যারিয়ারের প্রায় পুরোটা সময়। কিন্তু দীর্ঘদিনের এই সময়ে একাধিক ব্যক্তিগত অর্জন থাকলেও দলগত কোনো সাফল্যই যে পাননি তিনি। ক্লাব ক্যারিয়ারের মতো সেটা জাতীয় দলেও সত্য।

টটেনহ্যামের হয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে হেরেছেন, এফএ কাপের ফাইনাল থেকেও হতাশ হতে হয়েছে। একাধিকবার লিগে ২য় স্থানে থেকে শেষ করেছেন। ইংল্যান্ডের জার্সিতে হেরেছেন ইউরো ফাইনাল। এরপর বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল থেকে নিতে হয়েছে বিদায়। গেল বছর শিরোপার প্রত্যাশায় বায়ার্ন মিউনিখে নাম লেখালেও শিরোপা বঞ্চিত হয়েছেন বায়ার লেভারকুসেনের কারণে।

তবে সেই দুঃস্বপ্নের প্রহর ফুরোতে যাচ্ছে হ্যারি কেইনের জন্য। জার্মান দল বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে এবারে লিগ শিরোপা জয়ের একেবারেই কাছাকাছি রয়েছেন প্রজন্মের অন্যতম সেরা এই স্ট্রাইকার। আগামী রবিবারেই বুন্দেসলিগার শিরোপা যেতে পারে বাভারিয়ানদের শিবিরে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য হ্যারি কেইনের। কার্ডজনিত সমস্যায় সেই ম্যাচেও থাকা হচ্ছে না কেইনের। মাইঞ্জের বিপক্ষে শনিবারের ম্যাচে বায়ার্ন মিউনিখ জিতেছে ৩-০ গোলের ব্যবধানে। এই জয়ের দিনেই মৌসুমে ৫ম হলুদ কার্ড দেখেছেন হ্যারি কেইন। আর সেটাই পরের ম্যাচে তাকে নিষিদ্ধ করেছে। বুন্দেসলিগার নিয়ম অনুযায়ী, মৌসুমে ৫ হলুদ কার্ড হজম করলে ১ ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়। অথচ, পরের ম্যাচে ন্যূনতম ড্র করতে পারলেই বুন্দেসলিগা শিরোপার জন্য উৎসব করতে পারবে বায়ার্ন মিউনিখ। ৩১ ম্যাচ শেষে জার্মান লিগে দুইয়ে থাকা লেভারকুসেনের পয়েন্ট ৬৭। শেষ ৩ ম্যাচ জিতলে তা হবে ৭৬। বিপরীতে নিজেদের পরের ম্যাচে ড্র করলেই ৭৬ পয়েন্ট স্পর্শ করবে বায়ার্ন মিউনিখ। কিন্তু গোল ব্যবধানে এখন পর্যন্ত ৩০ গোলে এগিয়ে তারা।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR